বৈকালিকের পত্রিকা

১৪১৯

সূচীপত্র

ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার	অধ্যাপক সুমন চক্রবর্ত্তী	৫
আমারি বাংলাভাষা	সৌম্য মাইতি	৬
রামায়ন	ভল্লা	৭
মুক্তমানস	সাহানা দাস ভট্টাচার্য	১৫
ভোর	শতরূপা ব্যানার্জী	১৬
পাগলী তোর সঙ্গে	শিতাংশু শেখর চক্রবর্তী	১৭
কিছু কবিতা	জিৎ মুখার্জ্জী	১৮
শান্তি	অনীশ কুন্ডু	১৯
অর্ধবৃত্ত	ত্রিদিব কুমার মণ্ডল	২০
আমি	হযবরল	২১
চন্দ্রকেতুগড়	গান্ধী	২৩
সম্পূর্ণতা	বরুণ সাহা	৩২
রাত-জাগা রাত	সৌম্য মাইতি	৩৪
পরিবর্তন	অধ্যাপক ঝাড়েশ্বর মাইতি	৩৫
সুন্দর তোর জন্য আমি	ইসাবেলা মুবারক	৩৭
অপেক্ষা	বসুদত্তা সরকার	৩৮
বিপ্লব	অন্বেষা সেনগুপ্ত	৩৯
স্বপ্নভেলা	শ্রী জানকী নাথ মাইতি	৪০
নিঃসঙ্গ	শ্রী জানকীনাথ মাইতি	৪১
আলোর খবর	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৪৩
"সব চরিত্র কাল্পনিক"	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৪৬
হবে করোটিতে গ্রন্থিল-সমাচার	সত্যব্রত আচার্য	৪৮
বাড়ি	শুভ্রকান্তি চক্রবর্ত্তী	৪৯
বৃষ্টিভেজা কান্না- কথা	নীলরং	৫০
চোর-কুঠুরি	সায়ন চ্যাটার্জী	৫২
গভীর ঘুমে ক্যমন করে বেড়ে চলেছে মহাকাল!	সত্যব্রত আচার্য	৫৩
শিল্পস্রষ্টা প্রফুল্লচন্দ্র	অধ্যাপক দামোদর মাইতি	৫৪

আলোর খবর

অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ

খবরের কাগজ প্রায় অপাঠ্য। "খবর মানেই খারাপ"-এরই প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে সংবাদপত্রে বা দূরদর্শনের পর্দায়। খুন, ডাকাতি, প্রতারণা, যুদ্ধ, নিপীড়ন। আতঙ্ক ও যন্ত্রণা। মানবতার কলঙ্ক ও মানুষের গাঢ় বেদনা।

কিন্তু স্বার্থপরতা ও নৃশংসতাই মানুষের শেষ পরিচয় নয়। সংবাদপত্রে শিরোনাম না হলেও চতুর্দিকে মানুষ, সাধারণ মানুষ, এত মহত্ত্ব ও উদারতার নির্দশন রাখছে যে শুনলে বা দেখলে চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, বাঁচতে ইচ্ছে করে। " আরো আলো আরো আলো / এই নয়নে, প্রভু, ঢালো / ..../সুধাধারে আপনারে/ তুমি আরো আরো আরো করো দান।" এ প্রবন্ধে দিতে চাই কিছু আলোর খবর।

ইংল্যান্ডে দূরদর্শনে Big Brother নামে একটা প্রোগ্রাম হয়। একটি বিশেষভাবে তৈরী আস্তানায় নির্বাচিত পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণকারীদের একটানা বহুদিন থাকতে হয় সর্বদা ক্যামেরার নজরবন্দী হয়ে। নানারকম নির্দ্ধারিত কাজ করতে হয়। দর্শকেরা ভোট দিয়ে একেক সপ্তাহে একেক জন সবচেয়ে অপ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাঁটাই করেন। এরকম হতে হতে বহু সপ্তাহ বাদে হারাধনের যে শেষ সন্তানটি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই বিজেতা। ডারউইন তত্ত্বের দূরদর্শনী সংস্করণ।এই প্রোগ্রাম চালু হবার পর থেকে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। আমি যদিও এ অনুষ্ঠান পাঁচ মিনিটও দেখতে পারি না। কেন সাধ করে কেউ humiliated হতে যায়! এক ছুটির দিনের সকালে উদ্দেশ্যহীন ভাবে টিভি খুলে বসেছিলাম। Big Brother-এর শেষ পর্ব পুনঃপ্রচারিত হচ্ছে। বিজেতা বিশেষ আস্তানা ছেড়ে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে বেরিয়ে আসছেন। বৃষ্টলের কাছাকাছি অঞ্চলের এক রাজমিস্ত্রী সে বছর এই সম্মানের অধিকারী। অনুষ্ঠানের সংগঠনকর্ত্রী ৭০০০০পাউন্ডের (প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা) চেক তুলে দিলেন মিস্ত্রীর হাতে। চারিদিকে তুমুল হাততালি পড়ল। মিস্ত্রী ভিড়ের মধ্য থেকে একটি মেয়েকে খুঁজে বার করলেন। তাঁর আত্মীয়ের বান্ধবী। তার জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসার জন্য পুরো ৭০০০০ পাউন্ডের চেকটিই রাজমিস্ত্রী অক্লেশে হাসতে হাসতে দিয়ে দিলেন। প্রতিবন্ধী নারীর চোখে তখন প্লাবন। যে প্রোগ্রাম Vulgarity-র জন্য দেখতে পারতাম না, তার প্রথমস্থানভুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী - এক রাজমিস্ত্রী - দেখালেন মানুষের অন্তর্লীন মহত্ত্ব।

এক কলেজ শিক্ষক মোটরওয়ে দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন চকোলেটের খোঁজে। তীব্রগতিতে অল্প আন্দোলন। একসাথে

তিনচারটে গাড়ী পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জগাখিচুড়ি হয়ে গেল। তিনজনের সাথে সাথে মৃত্যু। হত্যার অভিযোগে ধৃত হলেন প্রভাষক। যেদিন রায় বেরোবে সেদিন এক মা চিঠি লিখলেন বিচারককে! মায়ের একমাত্র ছেলে এবং তার গর্ভবতী বান্ধবী মারা গিয়েছিল ওই দুর্ঘটনায়। মা লিখেছিলেন, "আমার একান্ত অনুরোধ অভিযুক্তকে কারাদন্ড দেবেন না। ওঁকে এই দুর্ঘটনার স্মৃতি নিয়েই সারাজীবন বাঁচতে হবে। বড় কষ্ট আমার। আমার সব গেছে। আমি যন্ত্রণার তালিকায় আর নতুন কিছু যোগ করতে চাই না।" বিচারক প্রভাবিত হয়েছিলেন, কারাদন্ডের মেয়াদ কমিয়ে দিয়েছিলেন যথাসম্ভব।

প্রত্যহই তো প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েলে ধ্বংসের খবর পাওয়া যায়। বিদ্বেষ, মৃত্যু, মৃত্যু। এমনই গুলিতে মারা গিয়েছিলেন জেরুজালেম শহরে ৩৩ বছর বয়সের এক প্যালেস্তানীয় ফার্মাসিষ্ট। মাজেন জৌলানি। তার পরিবারের ধারণা তেলআবিবে আত্মঘাতী বোমাবিস্ফোরণে একুশ জন ইজরায়েলীর মৃত্যুর প্রতিশোধ। অথচ ২০০১ সালের ৬ই জুন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আরো হত্যার খবর নয়। পড়েছিলাম জৌলানির পরিবার মৃতের ফুসফুস, লিভার, কিডনি, হৃদপিন্ড ও অগ্নাশয় দান করে দিয়েছেন ইজরায়েলীয় অঙ্গ-প্রতিস্থাপন সংস্থায়। আরবের হৃদপিন্ড বুকে নিয়ে নবজীবন লাভ করলেন ঈগাল কোহেন নামের এক ইজরায়েলী। যে অস্ত্রচিকিৎসক হৃদপিন্ড প্রতিস্থাপন করেছিলেন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "অপারেশনের এক পর্যায়ে আমি ডান হাতে ধরেছিলাম এক প্যালেস্তানীয় হৃদপিন্ড আর বাঁ হাতে এক ইহুদীর হৃদপিন্ড। অন্তঃস্থলে আমরা এক, এই বিবাদ অপ্রয়োজনীয়।" রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মান্ধদের স্পর্শ করে নি এই বাণী ? তারা পারে না এক সাধারণ পরিবারের কীর্তিকে স্থায়ী করতে ? টিভিতে দেখছিলাম, মাজেনের বৃদ্ধ বাবা সাংবাদিককে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ডুকরে কাঁদছেন। দূরে মাজেনের দুই ছোটো ছোটো ছেলে সাইকেল নিয়ে খেলা করছে। ওরা জানে ওদের বাবা এক দূর দেশে গেছেন, কবে ফিরবে কে জানে! এই শিশুদের কৈশোর কাটতে পারে না শান্তি, মৈত্রী, সমৃদ্ধি ও আলোর ভবিষ্যতে ?

হুগলী জেলার কাপাসারিয়া গ্রাম। ৬৭ বছরের সুকাই চাচার কথা পড়েছিলাম টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ১১ই জুন। সুকাই চাচা গত তিরিশ বছর ধরে তিলেতিলে গড়ে তুলেছেন এক বিদ্যালয় যাতে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী এরই মধ্যে বিদ্যালাভ শুরু করেছে। সুকাই চাচার নিজের পড়াশুনো হয় নি। শৈশবে মা-বাবা মারা গিয়েছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন ভবিষ্যতে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করবেন যেখানে শিশুরা বিনাবেতনে পড়তে পারে। প্রতিদিন চাল ভিক্ষা

করতেন গৃহস্থদের কাছে। নিজের খাদ্যবাবদ খানিকটা রেখে বাকীটা জমিয়ে বাজারে বিক্রী করতেন। সেই টাকা গত তিরিশ বছর ধরে জমিয়ে যখন সঞ্চয় কুড়ি হাজার টাকা স্পর্শ করল তখন, ২০০০ সালের মার্চ মাসে, বিদ্যালয় নির্মাণের কাজে হাত দিলেন। তাঁর এই কাজে উদ্দীপ্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন অন্যরা। ইজাজুল মহম্মদ বিনাবেতনে পড়াচ্ছেন, পড়াতে এসেছেন উত্তরপাড়ার আদেশ মিত্র। আসছে ছাত্র-ছাত্রী। পঞ্চায়েত উদ্যোগী হয়েছে। সারাগ্রাম জেগে উঠছে এক সঙ্কল্পে। আলো থেকে আলো, প্রাণ থেকে প্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।

২০০০ বা ২০১১ একই ঘটনার বারে বারে পুনরাবৃত্তি হয়। ২০১১-র নভেম্বরে আনন্দবাজার পত্রিকায় তাই ছাপা হয় খড়্গপুরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রমথ ভট্টাচার্যের কথা যিনি নিরুদ্দেশ ছেলের স্মৃতিরক্ষার্থে হিজলী হাইস্কুলকে অকাতরে তুলে দিয়েছেন সঞ্চিত আট লক্ষ টাকা। বৃদ্ধের চোখ জ্বলজ্বল করে তরুণ আশায় - স্কুলে ল্যাবরেটরী তৈরী হবে। ২০১২ সালের ২০শে জানুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকার নয় নম্বর পাতায় খবর তৈরী করেন সীমা রাই নামে এক সাফাই কর্মী। মালদহ স্টেশনের অদূরে ক্যারেজ ওয়াগন শেডে গৌড় এক্সপ্রেস পরিষ্কার করবার সময় তিনি একটি ব্যাগে ২৩ লাখ টাকা খুঁজে পান। হেলায় সে ব্যাগ তিনি সাথে সাথে তুলে দেন রেল কর্তাদের হাতে। পরিশ্রমের ক্লান্তি ফুটে ওঠা মুখ নিয়ে অক্লেশে বলেন-

" সংসারে যত অভাবই থাকুক, আমি কোনও পাপ করতে পারব না। সারা জীবন না হয় লড়াই করব"।

রূপকথার গল্প বলি নি। বিশ্বময় "সাধারণ" মানুষেরা এমন সব কান্ড ঘটাচ্ছে। এ প্রবন্ধের খবরেরা কেন সংবাদপত্রে শিরোনাম হবে না ? ধ্বংসের খবরেরা কেন যাবে না অষ্টম পাতার পঞ্চম কলমে ? ঘৃণাকে হাইলাইট করে ঘৃণা বাড়িয়ে তোলার পরিবেশ মুছে যাক। প্রতিদিন কাকভোরে চলন্ত সাইকেল থেকে ডাইনে বামে বারান্দায় ছিটকে পড়ুক গঠনের বার্তা। ছোটবেলায় দুঃস্বপ্ন দেখলে মা বলেছিলেন মুঠোভরে জল হাতে নিয়ে চোখবুজে বলতে, "মা গঙ্গা, আমার খারাপ স্বপ্ন তোমার স্রোতে বিলীন হোক, আমায় ভালো স্বপ্ন দেখাও।" স্রোতস্বিনী, কদর্যতা ও নিষ্ঠুরতা যত নিয়ে যাও তোমার গর্ভে, হোক তারা অবাস্তব। সকলের বুক ভরে দাও জৌলানির ক্ষমা, চোখে দাও সুকাইর স্বপ্ন। এ প্রবন্ধের প্রতিটি চরিত্র সকলকে আলোর স্পর্শে আলো করে দিক। " আরো প্রেমে আরো প্রেমে / মোর আমি ডুবে যাক নেমে।"